

৪৬ তম সংস্করণ, জানুয়ারী ০৩, ২০২২ খ্রিঃ, কক্সবাজার জেলায় অবস্থানরত স্থানীয় ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবাদের (মেয়ে ও ছেলে) আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে প্রাণোচ্ছল ও সুরক্ষিত পরিবেশ সম্প্রসারণমূলক প্রকল্প, কোস্ট- উঁথিয়া রিলিফ অপারেশন সেন্টার, উঁথিয়া, কক্সবাজার

ইউনিসেফ-এর সহযোগিতায় কোস্ট কক্সবাজার জেলার স্থানীয় ও ক্যাম্পে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবাদের (মেয়ে ও ছেলে) আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে প্রাণোচ্ছল ও সুরক্ষিত পরিবেশ সম্প্রসারণমূলক প্রকল্প উঁথিয়া ও টেকনাফ উপজেলার ৮টি ক্যাম্প এবং ৩টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত। প্রকল্পটি শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুবাদের সুরক্ষায় কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবা, মনোসামাজিক সেবা, জীবন দক্ষতা, প্রি-ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ, ফেলোআপ সেবা, সোস্যালহাব এবং শিশুসুরক্ষার খুঁকি হ্রাসে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন, রেফারেল সেবাসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে, যা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখছে।

সুপেয় ও নিরাপদ পানির কষ্ট লাগব হলো ডেইলি পাড়ার অধিবাসীদের



ক্যাম্পেইনার মো: সেলিম এর উদ্যোগে তুর্কি সংস্থার সহযোগিতায় টিউবওয়েল স্থাপন, ছবি: মো: জসিম উদ্দিন, ১৮ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিঃ

২০১৭ সালে মায়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গা শিশুদের সুরক্ষার পাশাপাশি কোস্ট ফাউন্ডেশন উঁথিয়া উপজেলার জালিয়াপালং ইউনিয়নের পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর শিশুদের নিরাপত্তা, জীবন দক্ষতা এবং কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রম সেবা দিয়ে আসছে। জালিয়াপালং মাল্টিপারপাস সেন্টারের অধীনে বিভিন্ন ওয়ার্ডে মোট ১২ টি কমিউনিটির কিশোরীদের দ্বারা পরিচালিত ক্লাব রয়েছে। এর মধ্যে জালিয়াপালং ইউনিয়নের ডেইলিপাড়া ৪নং ওয়ার্ডের আনোয়ারা বেগমের বাড়িতে বেলি ক্লাবের কার্যক্রম চলমান আছে কিন্তু সেখানে সুপেয় পানির পর্যাপ্ত সুবিধা ছিলনা। কিশোরীরা পিসিসি সদস্যের মাধ্যমে) বিশেষ সূত্রে জানতে পারেন যে একটি তুর্কি সংস্থা বিনামূল্যে টিউবওয়েল বসিয়ে দিচ্ছে। জালিয়াপালং মাল্টিপারপাস সেন্টারের ক্যাম্পেইনার মো: সেলিম উক্ত বিষয়টি জানতে পেরে কিশোরীরা সহ তুর্কি সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করেন। তারা ক্লাবের কার্যক্রমগুলোর বিষয়ে জানতে পেরে ইতিবাচক আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তিন দিনের মধ্যে ক্লাব ঘরের উঠানে একটি টিউবওয়েল স্থাপনের ব্যবস্থা করে দেন। বর্তমানে বেলি ক্লাবের কিশোর-কিশোরীরা টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করতে পেরে অনেক আনন্দিত এবং কমিউনিটির সদস্যরাও আনন্দ প্রকাশ করেন। কিশোরী ক্লাবের এমন উদ্যোগে ডেইলি পাড়ার সবাই আনন্দিত এবং বলেন অনেকদিন পর তাদের পানির কষ্ট দূর হলো।

অবশেষে মা-বাবার কোল খুঁজে পেল হারানো শিশুটি



কেইস ওয়ার্কারের মাধ্যমে পথ হারানো শিশুটিকে অভিভাবকের কাছে হস্তান্তর, ছবি: মো: লোকমান, ১৩ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিঃ

ইউনিসেফের অর্থায়নে বাস্তবায়িত কোস্ট ফাউন্ডেশন শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবার অধীনে অধিক খুঁকিপূর্ণ শিশুদের চিহ্নিত করে তাদের মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সেবা দিয়ে আসছে। ১৩ ই ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিঃ তারিখের দুপুরে ক্যাম্প ১১ এলাকায় ৪ বছরের একটি শিশুকে কান্না করতে দেখা যায়। উপস্থিত লোকজন শিশুটিকে চিনতে না পেরে সিবিসিপিসি সদস্য মো: ইউনুসকে খবর জানায়। মো: ইউনুস ক্যাম্প ১১ এর সি-ব্লকে অবস্থিত কোস্ট মাল্টিপারপাস সেন্টারের সোশ্যাল ওয়ার্কার রুস্পি বড়ুয়ার সাথে যোগাযোগ করেন। রুস্পি বড়ুয়া শিশুটির সাথে কথা বলে জানতে পারে সে ক্যাম্প ১২ তে থাকে। বিষয়টি ক্যাম্প ১২ এর এমপিসিতে জানানো হয়। ২ জন কেইস ভলান্টিয়ার এবং ইমাম হামিদুর রহমান এর সহযোগিতায় প্রতিটি মসজিদে মাইকিং করা হয়। এছাড়া কেইস ভলান্টিয়ার, সিবিসিপিসি এবং পিসিসি সদস্যদের মাধ্যমে ক্যাম্প ১২ তে সমস্ত মাঝিদেরকে খবর দেওয়া হয়। বিষয়টি জানানোর পর শিশুটির মা-বাবাকে খুঁজে পাওয়া যায়। পরিশেষে শিশুটি সবার সহযোগিতায় এবং রিলিজিয়াস লিডারদের উপস্থিতিতে মা-বাবার কাছে হস্তান্তর করা হয়।

সাবান উৎপাদনের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন সিআইসি

১৪ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিঃ তারিখে ক্যাম্প ০৪ সম্প্রসারণের নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত সিআইসি মোঃ শাহজাহান সি-০১ ব্লকে অবস্থিত কোস্ট ফাউন্ডেশনের মাল্টিপারপাস সেন্টার (এমপিসি) পরিদর্শন করেন। ক্যাম্প ইনচার্জ মহোদয়কে এমপিসির কার্যক্রম (লাইফ স্কিল বেইজ সেশন, পিএসএস সেশন, কারিগরি প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) সম্পর্কে



নবাগত ক্যাম্প ইনচার্জ মোঃ শাহজাহান সাবান প্রস্তুত কার্যক্রম পরিদর্শন করেন, ছবি: ইব্রাহিম খলিল, ১৪-১২-২০২১ ইং।

অবহিত করা হয়। এরপর তিনি এমপিএসির বিভিন্ন সেশন রুম ঘুরে দেখেন এবং জীবন দক্ষতা বিষয়ক সেশন কি এবং আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহুর্তে এই বিষয়গুলো জানার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কিশোরদের সাথে আলোচনা করেন। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণের সেশনগুলো পরিদর্শন করেন এবং প্রশিক্ষনার্থী ও প্রশিক্ষকদের বিভিন্ন পরামর্শ দেন। তারা কিভাবে সাবান বানায় এবং সাবান বানানোর উদ্দেশ্য কি তা জানতে চাইলে কিশোরদের মধ্য থেকে মোঃ ইউনুস সিআইসি মহোদয়কে জানায় “আমরা দীর্ঘদিন লকডাউনে থাকার কারণে অলস সময় পার করছিলাম। লকডাউন শীথল হলে নিয়মিত ক্লাসে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাবান বানানো সম্পর্কে জানতে পারি এবং সাবান বানাতে কি কি উপকরণ লাগে তা শিখে নেই। বর্তমানে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে তারা সহজেই সাবান বানাতে পারে”। তারা মিয়ানমারে ফিরে গেলেও এই কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারবে বলে সিআইসি মত প্রকাশ করেন। তিনি এমপিএসিতে সব ধরনের কার্যক্রম দেখেন এবং দায়িত্বে থাকা কোস্ট ফাউন্ডেশনের কর্মীদের সাথে বৈঠক করেন। তিনি কোস্ট ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমে ইতিবাচক আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং এমপিএসিতে আসা কিশোর যুবকদের শিখার আগ্রহ দেখে খুব খুশি হন। এছাড়া তিনি কিশোর যুবকদেরকে প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে সুরক্ষা সামগ্রী পরিধান নিশ্চিত করা এবং একই সাথে তাদের অগ্নি নির্বাপন বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেন।

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে রোকেয়া দিবস পালিত



শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের ৩টি মাল্টিপারপাস সেন্টারে রোকেয়া দিবস পালন, ছবি: আমির হোসেন, ০৯ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিঃ

কোস্ট ফাউন্ডেশনের শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের উদ্যোগে উখিয়া উপজেলার রত্নাপালং মাল্টিপারপাস সেন্টারে রোকেয়া দিবস-২০২১ পালিত

হয়েছে। উক্ত দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন কমরুন্নেছা বেবী, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজিয়া বেগম(৭,৮,৯নং ওয়ার্ড) নবনির্বাচিত মহিলা ইউপি সদস্য, বুলবুল আন্ডার- সহকারী শিক্ষক পালং আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, মর্জিয়া বেগম- কবি ও প্রাবন্ধিক এবং শিক্ষক খুনিয়া পালং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রমুখ। দিবসটি উপলক্ষে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, শিশুদের মায়েরা, সিবিসিপিএস সদস্য, কিশোর-কিশোরী, সোশ্যাল চেইঞ্জ এজেন্ট এবং ইউরিপোর্টার গণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কোস্ট ফাউন্ডেশন এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক জসিম উদ্দিন মোল্লা এবং তাহারমা আফরোজ টুম্পা, প্রকল্প কর্মকর্তা ফারজানা জয়নব বার্থি, কহিনুর আন্ডার, তানজিয়া আন্ডার উপস্থিত ছিলেন। আমন্ত্রিত অতিথিরা তাদের বক্তব্যে বলেন-বেগম রোকেয়া ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভিক সময়ে নারী জাগরণের অগ্রদূত। তাঁর প্রচেষ্টায় পিছিয়ে পড়া বাঙালি মুসলিম নারীদের শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-চর্চাসহ সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করার পথ সুগম হয়। বক্তারা আরো বলেন, বর্তমানে সর্বক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বেগম রোকেয়ার প্রচেষ্টা এবং সংগ্রামী জীবনের ফসল। আমাদের নারী সমাজকে বেগম রোকেয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখতে হবে। বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষে সোশ্যাল চেইঞ্জ এজেন্টদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ইসরাত জাহান এমি এবং শাবনুর হোসাইন নুরী। তাছাড়া আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে এসে সোশ্যাল হাবের লাইব্রেরীর জন্য নিজের লেখা দুটি বই প্রদান করছেন কবি ও শিক্ষাবিদ মর্জিয়া বেগম। উক্ত দিবসের সভায় সভাপতিত্ব করেন জ্যোতি বড়ুয়া, প্রধান শিক্ষক -রুহুল্লার ডেবা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ডিসেম্বর ২০২১ মাসে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহ:		
কাজ সমূহ	লক্ষ্য	অর্জন
কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবা	৩৮	৩৮
পিসিসি মিটিং	১০	১০
সিসিবিএস মিটিং	২০	২০
দিবস উদযাপন	২	২
অনলাইন নিরাপত্তা ও ইন্টারনেট ব্যবহার ট্রেনিং	২	২
রিলিজিয়াস লিডার মিটিং	৮	৭
মাস্ক উৎপাদন	১৫০০০	১৫০০০
স্যানিটারী প্যাড উৎপাদন	১৪০০০	১৪০০০
সাবান উৎপাদন	১০৫০০	১০৫০০
মনোসামাজিক সহায়তা	চলমান	চলমান
জীবন দক্ষতা উন্নয়ন শিক্ষা	চলমান	চলমান
কারিগরি শিক্ষা	চলমান	চলমান

এই প্রকাশনাটি তৈরীতে প্রকল্পের সকল পর্যায়ের সহকর্মীগণ তথ্য এবং ছবি দিয়ে সহযোগীতা করেছেন।

শিশু সুরক্ষা প্রকল্প, কোস্ট - উখিয়া রিলিফ অপারেশন সেন্টার, উখিয়া, কক্সবাজার।

যোগাযোগে- ০১৭০৮১২০৩৩১, razaul@coastbd.net
www.coastbd.net

www.coastbd.net